জনসংযোগ অফিস
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
কর্ণকাঠী ,বরিশাল সদর ,বরিশাল - ৮২০০

"শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

ফোনঃ ০৪৩১-৬১২১২-১৩৫০(এক্স) মোবাঃ ০১৭১১-০০১৯০৫ E-mail: b.university.pro@gmail.com, Web: barisaluniv.edu.bd

প্রেস রিলিজ তারিখ: ১৮.০৭.২০১৭ খ্রিঃ

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড বরিশাল জেলা, বরিশাল এর উদ্যোগে আয়োজিত মানববন্ধন, বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান সম্পর্কিত বিষয়ে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ব্যাখ্যা:

গত ১৭ জুলাই ২০১৭ তারিখ রোজ সোমবার মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড বরিশাল জেলা, বরিশাল এর উদ্যোগে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে মুক্তিযোদ্ধা কোটা অন্তর্ভূক্তি ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির অপসারনের দাবিতে মানববন্ধন, বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালিত হয়েছে এবং সংগঠনের বরিশাল মহানগর আহবায়ক ও বরিশাল জেলার সদস্য সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত স্মারকলিপিটি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নজরে এসেছে। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, নিয়োগে মুক্তিযোদ্ধা কোটা অনুসরণ করা হচ্ছে না, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ২য় শ্রেনি উল্লেখ থাকলেও যারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সমমান পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রচলিত জিপিএ এর সাথে সনাতন পদ্ধতির বিভাগের সমতা নির্ধারনে জিপিএ ২.০০ থেকে ৩.০০ এর নিচে পেয়েছে তাদেরকে প্রবেশপত্র দেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, যা শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ের সমতা বিধান প্রজ্ঞাপনকে অবমাননার সামিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রন করছে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী একটি চক্র। স্মারকলিপির শেষাংশে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য মহোদয়কে দুর্নীতিবাজ ও স্বাধীনতা বিরোধী ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে আখ্যায়িত করে অপসারন চাওয়া হয়েছে। **উপরোক্ত বিষয়ে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ব্যাখ্যা হচ্ছে, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরনের নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাজীবনের কোন পর্যায়েই ৩য় শ্রেনি গ্রহনযোগ্য নহে, সকল পর্যায়ে কমপক্ষে ২য় শ্রেনি, পূর্বের শিক্ষা ব্যবস্থার ধরনানুযায়ী বিভাগ (১ম ও ২য় বিভাগ) এবং বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় বিরাজমান সিজিপিএ ৩.০০ থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন পদের জন্য জিপিএ ২.৫ থাকতে হবে তা স্পষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং জিপিএ সংক্রান্ত বক্তব্যটি গ্রহনযোগ্য নহে। কোটার কথা উল্লেখ না করলেও মুক্তিযোদ্ধা সহ অন্যান্য কোটাভূক্ত যোগ্য প্রার্থী যদি বিধি মোতাবেক নিয়োগ যোগ্য হয় তখন অবশ্যই তাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মহান মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান/নাতি-নাতনীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবেনা তা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। কাজেই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের নিয়োগে বিরাজমান লিখিত পরীক্ষায় কোন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/কোটাভূক্ত কেউ যদি নিয়োগের জন্য উপযুক্ত হয় এবং মুক্তিযোদ্ধার সনদসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রদর্শন করে তাহলে, সরকারি বিধি অনুযায়ী সে প্রার্থীর অগ্রাধিকার না পাওয়ার কোন কারন নেই। এখানে উল্লেখ্য যে, চলমান নিয়োগ প্রক্রিয়া হতে এখন পর্যন্ত কোন পদেই কাউকে নিয়োগ দেয়া হয় নাই। নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও নিরাপদ রাখতে লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় নিয়োগ বানিজ্য ও দুর্নীতির কোন সুযোগ নাই। সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ পেলে তা যথাযথ প্রমান সহ উপস্থাপন করা হোক। স্মারকলিপির শেষাংশে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য মহোদয়কে দুর্নীতিবাজ ও স্বাধীনতা বিরোধী ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে আখ্যায়িত করায় আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছি। রাষ্ট্রের একজন সিনিয়র নাগরিক, একজন সম্মানিত ব্যক্তি এবং একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যকে এভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা চরম অশালীন আচরণ ও ধৃষ্ঠতার পরিচয় বহন করে। উল্লেখ্য, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে নিয়োগ দিয়ে থাকেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। কাজেই একজন উপাচার্যকে স্বাধীনতা বিরোধী ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে আখ্যায়িত করে স্মারকলিপি প্রদান প্রকারন্তরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশনাকেই বুঝায়। এহেন বক্তব্য মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তির মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির সুস্পষ্ট পরিকল্পনারই একটি অংশ বলে প্রতীয়মান হয়। আমরা বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার এ ধরনের মিথ্যা, বানোয়াট, উদ্দেশ্য প্রনোদিত, অশালীন এবং অসংগতিপূর্ন ভাষার স্মারকলিপির তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করছি।**

কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে

মো. ফয়সল মাহমুদ রুমি
উপ-পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
জনসংযোগ অফিস